Times Today BD

শাহজাহান আলী বিপাশ। কৃষি ও প্রকৃতি। 23 April, 2025

জারবেরা ফুল চাষে সফল তরুন কৃষি উদ্যেক্তা শামিম হোসেন

#১২ বিঘা জমিতে ফুল চাষ

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন ৬জনের

বার্ষিক লাভ প্রায় ৬ লাখ টাকা

জারবেরা ফুল চাষে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা তরুন কৃষি উদ্যেক্তা শামিম হোসেন।এ বছর তিনি প্রায় ১২ বিঘা জমিতে এই ফুল চাষ করছেন।তার দেখাদেখি এলাকার অনেক তরুন যুবক ফুল চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।তরুন এই কৃষি উদ্যেক্তার ফুল চাষের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা করছেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশা।কৃষক শামিম হোসেন কালীগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।২০১২ সালের দিকে পড়াশোনার পাশাপশি অল্প কিছু জমিতে এই ফুল চাষ দিয়ে শুরু করলেও এখন তিনি ১২ বিঘা জমিতে জারবেরাসহ কয়েকটি জাতের ফুল চাষাবাদ করছেন।তার এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে স্থায়ী ভাবে ৬ জনের।

তরুন কৃষি উদ্যেক্তা শামিম হোসেন জানান, ২০১৫ সালের দিকে পড়াশোনার পাশাপাশি দুই বিঘা জমি নিয়ে গাদাফুল চাষের মাধ্যমে ফুল চাষে যুক্ত হন।এর পর তিনি ফুল কেনা বেচার ব্যবসায় যুক্ত হন।এখন তিনি বিদেশী জারবেরা, মামফুল, গাদাফুল, চন্দ্রমল্লিকাসহ প্রায় ১২ বিঘা জমিতে চাষাবাদ করছেন।শামিম হোসেন জানান, ফুল চাষ যেমন লাভ জনক তেমন ঝুকিপুর্ণ চাষ।ফুল চাষ এবং ফুল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি বলিডাঙ্গা বাজারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।গত ২-৩বছর আগে ফুল চাষ বাড়ানো ও ব্যবসার জন্য তিনি আশা'র আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত জাতের ফুল চাষ প্রকল্পের আওতায় ৪ লাখ টাকা ঋণ সহযোগিতা নিয়ে জারবেরা ফুল চাষ শুরু করেন।সেই বছর ফুল চাষ ভাল হলে ওই ৪ লাখ টাকা পরিশোধ করে

আরো সাড়ে ৪ লাখ টাকা ঋণ সহযাগিতা গ্রহন করে ফুল চাষ বাড়ান।জারবেরা আড়াই বিঘা, গাদা আছে চার বিঘা, মল্লিকা ৪ বিঘা, মামফুল আছে ২০ শতাংশসহ প্রায় ১২ বিঘা।

শামিম হোসনে জানান, এক বিঘা জমিতে জারবেরা ফুল চাষ করতে আনুমানিক প্রায় ১০ লাখ টাকা খরচ হয়।ফুল ভাল হলে এখান থেকে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা বিক্রি করা সম্ভব।একটি জমি থেকে ৩ বছর জারবেরা ফুল সংগ্রহ করা যায়।তিনি আরো জানান এক বিঘা গাদা ফুল চাষ করতে খরচ হয় ৪০ হাজার টাকার মতো।এখান থেকেএক বছরে লাভ পাওয়া যায় প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

তরুন উদ্যেক্তা শামিম হোসেন নিজে যেমন ফুল চাষে সফলতা পেয়েছেন তেমনি স্থায়ী ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন ৬ জনের।যাদের মাসিক বেতন দেন ১৫ হাজার টাকা করে।এছাড়াও ফুলের সিজনে আরো অস্থায়ী ভাবে ১০/১৫জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন।

আশা'র টেকনিক্যাল অফিসার (কৃষি) কিলন চন্দ্র রায় জানান, তরুন কৃষি উদ্যেক্তা হিসেবে শামিম হোসেন কে আমরা ঋণ সহযোগিতার পাশাপাশি কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছি।তার এই ফুল চাষ দেখা দেখি এলাকার অনেক কৃষক ফুল চাষে এগিয়ে আসছে।তরুন উদ্যেক্তা হিসেবে যাদের ফুল চাষের জন্য আর্থিক সহযোগিতা দরকার আশা তাদের পাশে আছে।

আশা'র বালিয়াডাঙ্গা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মাহফুজুর রহমান জানান, আশা'র আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত জাতের ফুল চাষ প্রকল্পের আওতায় শামিম হোসেনকে প্রথম পর্যায়ে ৪ লাখ টাকা ঋণ সহযোগিতা করা হয়।সেই টাকা দিয়ে তিনি জারবেরা ফুল চাষ বাড়ান।এর পর ওই টাকা পরিশোধ করেন এবং পরে তাকে ফুল চাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরো সাড়ে চার লাখ টাকা আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।

দুবাই জারবেরা কৃষি উদ্যোক্তা

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 30 June, 2025 09:49

URL: https://www.timestodaybd.com/agriculture-and-nature/2531711290